নিশিকান্তনামা

রাত এখন দ্বিপ্রহর, তবু
নিশিকান্ত বাড়ি ফেরেনি, ফিরতে পারেনি
মানে ফেরা যায় না বলেই।
তার জন্য গরাদভাঙ্গা জানালায় মুখ ভাসিয়ে
শবরীর প্রতীক্ষায় নেই কোন উদ্বিগ্ন নারী
থানা পুলিশ হাসপাতাল মর্গে ছোটবার মতো বন্ধুবান্ধব
সে জোটাতে পারেনি কখনো একটাও।
আজ সকালে বেলগাছিয়া মেট্রো স্টেশনে
যে প্রৌঢ় আত্মহত্যা ক'রে
তিনি নিশিকান্ত নামে সনাক্ত হয়েছেন।
ধর্মতলার মোড়ে বাসচাপা পড়া লোকটারও
পরিচয় তাই।
মেদিনীপুরে রাজনৈতিক সংঘর্ষে নিহত মানুষ
অথবা বাঁকুড়ায় জমির বিবাদের জেরে খুন হওয়া
ব্যক্তির আদল বলে
এ আসলে ও-ই।
গুজরাট, কাশ্মীর, অসম কিংবা ইরাক, প্যাস্তোই, সোমালিয়া
মৃত্যুর মিছিলে শুধু একজন, একখানা দেহ
পাঁচফুট চার ইঞ্চি, পঁয়তাল্লিশ কেজি
চোখে চশমা ফুল লেন্সের।
কেন পৃথিবীতে এসেছিস, কেনই বা এভাবে যে যায়
কেউ জানে না, কারণ কেউ জানতেই চায় না।
দিল্লির 'অমরজ্যোতি' শহীদ মিনার
নিশিকান্তর জন্য নয়।
তবু নিশিকান্ত বেঁচে থাকে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে
ইতিহাসের আশর্চ্য আড়ালে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে
ইতিহাসের আশর্চ্য আড়ালে, ভুলে যাওয়া স্মৃতির পাতায়।
শুনুন স্যার, কখনো রাস্তাঘাটে যদি তাকে চিনে ফেলেন
দয়া করে বলবেন -- এক অর্বাচীন কবি
তার সঙ্গে পথ হাঁটছে জীবনভর।

শেখর চন্দ্র